হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল আল-হাক্কানী এর সোহবাত

সত্য কথা বলাতেই নাজাত

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।
আউযু বিল্লাহি মিন আশ-শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।
আস-সালাতু ওয়া আস-সালামু 'আলা রাসুলিনা মুহাম্মাদিন সায়্যিদীল আউয়ালিনা ওয়াল আখিরীন।
মাদাদ ইয়া রাসুল আল্লাহ্, মাদাদ ইয়া সাদাতি আসহাবী রাসুল আল্লাহ্, মাদাদ ইয়া মাশাইখিনা,
শেইখ আব্দুল্লাহ দাগিস্তানী, শেইখ মুহাম্মাদ নাযিম আল-হাক্কানী, দাস্তুর।
তারিকাতুনা সোহবাহ, ওয়াল খাইরু ফি জামিয়াহ।

তারা ভাবে যে তারা যা করছে তার মাধ্যমে তারা উপকৃত হবে। সবচেয়ে খারাপ জিনিস হচ্ছে মিথ্যা বলা। আমরা নিশ্চিত নই এটি একটি হাদীস নাকি প্রবাদ যে, "আন-নাজাতু ফিস-সিদিক"। এতে বলা হচ্ছে, "পরিত্রাণ হচ্ছে সত্য কথা বলাতে"।

কিছু লোক ভাবে যে মিথ্যা বললে তারা বেঁচে যাবে। কিন্তু অন্য আরও মিথ্যা আসতে থাকে তার পরে এবং "মিথ্যুকের মোমবাতি জ্বলে ঈশা পর্যন্ত", বলা হয়। মিথ্যা নিশ্চিতভাবে বের হয়ে আসে। আজকে না হলে কালকে, কালকে না হলে তার পরে একদিন নিশ্চয়ই মিথ্যা বের হবে।

অতএব, মিথ্যা বলা উপকারী নয়। তুমি ভাবতে পারো যে তুমি মিথ্যা বলে বেঁচে যেতে পারবে। তুমি হয়ত হাজী মেহমেত, হাজী হাসান এবং হাজী হুসাইনকে বোকা বানাতে পারবে কিন্তু আল্লাহ্ (আযযা ওয়া জাল্লা) তোমাকে প্রশ্ন করবেন আখিরাতে। মিথ্যার ক্ষতি অনুসারে সেই লোক তখন আক্ষেপ করবে এবং বলবে, "আমি যদি মিথ্যা কথা না বলতাম!"

দুনিয়া এবং আখিরাতে পরিত্রাণ হচ্ছে সত্য কথা বলাতে। বেশির ভাগ মানুষই মনে করে মিথ্যা বলা একটি ক্ষুদ্র ব্যাপার বা একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। যেহেতু এখন শেষ সময় চলছে, সবকিছুই, সব খারাপই স্বাভাবিক দৃষ্টিতে দেখা হয় এবং প্রতিটি ভালো কাজকে ধরা হয় বোকামি হিসেবে। কিন্তু আসলে বাস্তবতা হচ্ছে তার সম্পূর্ণ উল্টো। তুমি নিজেই নিজেকে বোকা বানাচ্ছ এবং মিথ্যা দ্বারা নিজের ক্ষতি করছ।

মানুষেরা মিথ্যা কথা বলায় পুরোপুরি অভ্যস্ত হয়ে গেছে। চল আমরা এ ব্যাপারে যতখানি সম্ভব সতর্ক হই। অবশ্য লোকেরা যেহেতু এতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে হয়ত তারা সাথে সাথেই এটি ত্যাগ করতে পারবে না। কিন্তু তবুও তাদের চেষ্টা করতে হবে মিথ্যা বলা কমানোর জন্য। তারা যেন এই উপদেশ নিয়ে চিন্তা করে এবং মনের ভিতর থেকে সত্য কথা বলে ইনশাআল্লাহ।

ওয়া মিন আল্লাহ্ আত-তাওফিক। আল-ফাতিহা।

হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল
২২ নভেম্বার ২০১৬/২২ সাফার ১৪৩৮
ফাজার নামায, আকবাবা দারগাহ।